□□□□□□: □□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

[□□□□□– Bengali – بنغالي]

□□□□□: □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□: □. □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

2014-1435

IslamHouse.com

﴿ التوحيد : أهم مقاصد الحج ﴾

« باللغة البنغالية »

تأليف: ذاكرالله أبو الخير

مراجعة:د/ أبو بكر محمد زكريا

1435 - 2014

IslamHouse.com

হজের উদ্দেশ্য

হজ ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহ তা ‘আলা যাদের

[illegible]

[illegible]-

উচ্চারণ করতে থাকে -

لبيك اللهم لبيـك، لبيك لا شـريك لك لبيـك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك،

"আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। তোমার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার এবং রাজত্বও তোমার। তোমার কোনো শরিক নেই"।[1]

দুই - হজের গুরুত্বপূর্ণ রুকন আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে যখন সমস্ত হাজীরা এ বিশাল সমাবেশ ও মহা মিলন মেলায় একত্র হয়। এখানেও তারা আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের ঘোষণা করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তার, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। এ দো'আটিতেও রয়েছে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের

---

[1] বুখারি, হাদিস: ৫৪৬০

4

প্রতিধ্বনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» رواه الترمذي.

“উত্তম দো ‘আ হল আরাফার দিনের দো ‘আ। আর উত্তম কথা হল , যা আমি এবং আমার পূর্বের নবীগণ বলেছেন , “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই , প্রশংসাও তার , তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ”।[2]

তিন- তাওহীদের প্রাণ কেন্দ্র আল্লাহর ঘর-বাইতুল্লাহ -কে কেন্দ্র -বিন্দু বানিয়ে হাজীগণ তাওয়াফ করেন। এ তাওয়াফ করা নিছক কোনো চক্কর লাগানো নয়। এটি এ কথারই বহিঃপ্রকাশ যে , একজন মুমিনের সমগ্র জীবনের

---

[2] তিরমিযি , হাদিস নং ৩৫৮৫। আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

5

কেন্দ্র -বিন্দুই যেন হয় , মহান আল্লাহ তা ‘আলার আদেশ নিষেধকে কেন্দ্রিক। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিত্তের মাঝেই আবর্তিত হোক তার জীবনের সবকিছু। বাইতুল্লাহর চার পাশে ঘোরা আল্লাহর মহান নির্দেশ ও নিদর্শনের চারপাশে ঘোরা। তাওহীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চার পাশে ঘোরা। আল্লাহর ঘর ছাড়া অন্য কোনো স্থান , যেমন- কবর, মাজার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা সম্পূর্ণ বাতিল এবং তা হবে আল্লাহর ইবাদতে শির্ক করা। সুতরাং , তাওয়াফ একমাত্র আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করেই হবে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿...وَ يَطَّوَّفُواْ بِ بَا تِ لعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج : ٢٩]

‘...এবং প্রাচীন ঘরের যেন তাওয়াফ করে ’।

[সূরা হজ , আয়াত: ২৯]

চার - হাজীদের জন্য হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়া ও রুকনে ইয়ামনিকে স্পর্শ করা সূন্নাত। কারণ, উভয়টি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। তবে এ সময়ও ‘আল্লাহু আকবর ’ বলে আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীদের ঘোষণাই উচ্চারণ করতে হয়। অন্তরে এ বিশ্বাস রাখতে হয় - এ দুটি বস্তুর কারো

6

কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আল্লাহর এবং বড়ত্ব কেবলই আল্লাহর। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন -স্পর্শ মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর নবীর আনুগত্যের চেতনাকে জাগ্রত করে। কারণ , নিছক পাথরকে চুম্বন করার রহস্য কি তা আমাদের জ্ঞান -বুদ্ধির আওতার বাইরে। তবুও আমাদের চুম্বন করতে হয়। কারণ , চুম্বন করা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যে নিজেকে উৎসর্গ করার একটি আলামত। এ কারণেই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ,

«وَاللهِ، إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَـرٌ، وَأَنَّكَ لَا تَضُـرُّ وَلَا تَنْفَـعُ، وَلَـوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ»

“আল্লাহর শপথ ! আমি জানি , তুমি একটি পাথর, উপকার বা ক্ষতি কোনটিই করতে পার না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুমো দিতে না দেখলে তোমাকে চুমো দিতাম না ”।[3]

---

[3] বুখারি , হাদিস :১৫৯৭; মুসলিম , হাদিস : ১২৭০

7

[illegible]

[illegible]- [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible][4]

[illegible]

---

[4] [illegible]

পাথর নিক্ষেপ করা। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবর ’ বলে আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীদের ঘোষণা করা। আল্লাহ তুমি মহান , তোমার আদেশ শিরোধার্য , তোমার রাসূলের আদর্শই অনুকরণীয়। আমি বুঝি বা না বুঝি তোমার আদেশ পালন করা ও তোমার রাসূলের সুন্নাতের অনুকরণ করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমি শুধু পাথরকে নিক্ষেপ করছি না , আমি আমার মনের যত শয়তানী , কু - প্রবৃত্তি ও খারাবী রয়েছে সবই নিক্ষেপ করছি।

আট- হাজিদের জন্য কুরবানী করা হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। কুরবানির অর্থ , ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হওয়া। কুরবানি আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে পেশ করার একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। শুধু পশু কুরবানি নয় পশুত্বকেও কুরবানি করে মহান আল্লাহকে

10

[illegible]

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ سمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰه وَٰحِد فَلَهُۥٓ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ٣٤ [الحج : ٣٤]

[illegible]

আত্মসমর্পণ কর ; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও”।[5]

আল্লাহ তা ‘আলা আরও বলেন,

﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ
فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ
مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ ٣٦ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ
ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٣٧﴾ [الحج: ٣٦، ٣٧]

“আর কুরবানির উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি ; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায় -তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি ; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

---

[5] সূরা হজ , আয়াত: ৩৪

12

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□; □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□; □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□”□[6]

□□□□ □□□□□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□‘□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□‘□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

[6] □□□□□ □□, □□□□□: □□,□□

সম্মানার্থে বা কাউকে খুশি করার উদ্দেশ্যে মাথার চুল ছোট করা বা মুণ্ডন করা অবশ্যই শির্ক যা ক্ষমা করা হবে না।

নয়- আল্লাহ তা‘আলার জন্য হজ পালন অবস্থায় যেমনিভাবে আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীদের ঘোষণা দিতে হয়, হজ শেষ করার পরও আল্লাহর বড়ত্ব ও তাওহীদের ঘোষণা দিতে হয়। আল্লাহ তা‘আলা হজের আগে ও পরে আল্লাহর জিকির ছাড়া আর কারও জিকির চাই জীবিত হোক বা মৃত করতে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়াও আল্লাহ তা‘আলা বংশীয় ও গোত্রীয় মর্যাদা নিয়ে অহংকার ও গর্ব কর নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿ فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ ٢٠٠ وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا

14

﴿... عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ
سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٢٠٢ ۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ
فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ
عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٠، ٢٠٤]

“[illegible]

□□ □□□ □□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□”□[7]

---

[7] □□□□ □□□□□□, □□□□: □□□-□□□